নোবেল বিজয়ী বিশিষ্ট জার্মান লেখক হেরমান হেস (১৮৭৭-১৯৬২) রচিত উপন্যাস *সিদ্ধার্থ* (১৯২২)। আনুমানিক ৫০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ অর্থাৎ গৌতমবুদ্ধের জীবনকালের সময়ের পটভূমিতে এ উপন্যাসটি রচিত। এ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র সিদ্ধার্থ। গৌতমবুদ্ধের অপর নামও ছিল সিদ্ধার্থ। কিন্তু হেরমান হেস রচিত *সিদ্ধার্থ* গ্রন্থের নায়ক সিদ্ধার্থ আর গৌতম বুদ্ধ এক নয়; তাঁরা দু'জন দুটি ভিন্ন মানুষ। হেরমান হেস তাঁর *সিদ্ধার্থ* গ্রন্থ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন :

> 'Siddhartha is the expression of my liberation from Indian thinking. The pathway of my liberation from all dogma leads upto Siddhartha and will naturally continue as long as I live.'

হেরমান হেস ভারত সফরে এসে ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব স্বাধীন চিন্তা ও অভিব্যক্তিকে সমন্বিত করেছেন সিদ্ধার্থ চরিত্রে। সিদ্ধার্থ তাই নিজস্ব চিন্তা, অনুভূতি, উপলব্ধি ও অর্জিত জ্ঞানের দ্বারা পেয়েছে সঠিক পথের সন্ধান। লাভ করেছে পূর্ণতা ও পরম শান্তি। এভাবে সিদ্ধার্থ মহাত্মা গৌতমবুদ্ধকে ছাড়িয়া নিজেই হয়ে উঠেছে এক বিশিষ্ট মহাত্মা চরিত্র, প্রকৃত অর্থে সিদ্ধার্থ। এ সম্পর্কে মার্কিন লেখক হেনরি মিলার যথার্থই বলেছেন, 'সাধারণভাবে পরিজ্ঞাত বুদ্ধকে অতিক্রম করে এখানে নতুন এক বুদ্ধ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এ সাফল্য অভাবিতপূর্ব।'

২.

উপন্যাসটিতে সমকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক অবস্থার চেয়ে প্রাধান্য পেয়েছে জগৎ ও জীবনের অপার রহস্যের অনুসন্ধানে একটি চরিত্রের সর্বাত্মক আত্মনিয়োগ এবং আত্ম-উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান দ্বারা অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন। বিষয়টি অনেকটা দার্শনিক তত্ত্বের দিকে ইঙ্গিত করলেও ঔপন্যাসিক ঠিক দার্শনিক তত্ত্ব হিসেবে বিষয়টিকে এখানে উপস্থাপন করেননি। তাই সিদ্ধার্থ এখানে যা শিখেছে, যা জেনেছে, যা উপলব্ধি করেছে তার জন্য তাকে যৌবনের প্রারম্ভকাল থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত পথে পথে ঘুরতে হয়েছে। হারাতে হয়েছে অনেক কিছু। ভোগ করতে হয়েছে অশেষ দুঃখ-কষ্ট। অবশেষে অনেক সাধনা ও অভিজ্ঞতার আগুনে পুড়ে সিদ্ধার্থ লাভ করেছে সত্যের সন্ধান। সেই সত্য হলো, এই পৃথিবীকে ভালোবাসা, তাকে ঘৃণা করা নয়। সিদ্ধার্থ জেনেছে আত্মাকে উপলব্ধি করার এটাই সফলতর পথ। তাই এই দৃশ্যমান জগৎ সিদ্ধার্থের কাছে আর মায়ার কুহক বলে মনে